দৈনিক বাংলা

00-001

তারিখ ... 1.5.83 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ কলাম 4 ...

দুঃস্থ শিশুদের শিক্ষা

দেশের গরীব, দুঃস্থ ও বঞ্চিত শিশুদের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়ার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন শিক্ষামন্ত্রী ডঃ আবদুল মজিদ খান। সম্প্রতি রাজধানী নগরী ঢাকার ধানমন্ডিতে দুঃস্থ ছেলেমেয়েদের শিক্ষানিকেতন 'সুরভি' পরিদর্শনকালে তিনি বলেন, এসব শিশুর জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত না করলে এবং তাদের আত্মমর্যাদা লাভের সুযোগ না দিতে পারলে জাতির সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব হবে না।

দেশের শিশুদের শিক্ষার আলো দেয়া, তাদের সুশিক্ষিত করে তোলা আমাদের জাতীয় ও নৈতিক দায়িত্ব। শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ এবং আগামী দিনের যোগ্য নাগরিক ও সম্ভাবনাময় মানবসম্পদ। শিশুদের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে পারলে শুধু তাদের নিজেদেরই নয়, জাতির ভবিষ্যৎও আলোকোজ্জ্বল হওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে। শিক্ষা শুধু শিশুর সুপ্ত প্রতিভার এবং মেধারই বিকাশ ঘটায় না, তাকে জীবিকা অর্জনের যোগ্য করেও তোলে। শিক্ষার কল্যাণেই ভবিষ্যতে যোগ্য নাগরিকরূপে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এবং দেশ ও জাতির কল্যাণে অবদান রাখতে সক্ষম হয়।

ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয়—যে কোনো দিক থেকেই দেখা হোক না কেন, শিশুদের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়া এবং তাদের সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অপরিসীম। কথায় বলে, শিশুদের যেভাবে গড়ে তোলা হয়, দেশ এবং জাতির ভবিষ্যৎও সেভাবেই রূপ নেয়। আর এ সত্যও অনস্বীকার্য যে, যে জাতি যত শিক্ষিত, সে জাতি তত উন্নত। শিক্ষা ছাড়া উন্নয়ন ও অগ্রগতি কল্পনা করা চলে না। শিশুদের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়া এবং তাদের শিক্ষাদানের মধ্যমেই সম্ভব জাতিকেও শিক্ষিত করে তোলা। যে শিশু শিক্ষার আলো পায়, দক্ষ ও যোগ্য নাগরিকরূপে গড়ে ওঠে, তার পক্ষে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখাও সম্ভব হয়।

আমাদের দেশ যে বিভিন্ন দিক থেকে অনগ্রসর এবং দারিদ্র-প্রপীড়িত, তারও অন্যতম প্রধান কারণ শিক্ষার অভাব। উন্নয়নশীল আমাদের এ দেশে অধিকাংশ লোকই নিরক্ষর ও শিক্ষার আলোক-বঞ্চিত। শিক্ষিতের হারও যে জনসংখ্যার তুলনায় খুবই কম, তারও বাস্তব কারণ এই যে, দারিদ্র্যের দরুন এবং সুযোগ-সুবিধার সীমাবদ্ধতার কারণেও, শৈশবেই অধিকাংশ লোক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। পরবর্তী জীবনেও সবার শিক্ষার সুযোগ মেলে না। বস্তুত, সাক্ষর ও শিক্ষিতের হার যতে বাড়ে, দেশের সবাইকে শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তিরূপে গড়ে তোলা যায়, জাতি শিক্ষিত ও উন্নত হয়ে গড়ে উঠতে পারে, সেজন্যেই দরকার শিশুদের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়া। শিশুর শিক্ষা শুধু তার ব্যক্তি-জীবনের শিক্ষার ভিতই রচনা করে না, শিক্ষিত জাতিরূপে গড়ে উঠার ভিতও স্থাপন করে। এদিক থেকেও শিশুদের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়ার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অপরিসীম।

দুঃস্থ শিশুদের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়ার প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি। কেননা, আমাদের মতো উন্নয়নশীল, দরিদ্র ও জনবহুল দেশে শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা খুবই সীমিত। দুঃস্থ শিশুদের জন্যে এই সুযোগ-সুবিধা আরও কম। অর্থনৈতিক সঙ্গতির অভাব আমাদের এই দরিদ্র দেশে শিক্ষা লাভের পথে অন্যতম প্রধান অন্তরায়। দারিদ্র্যের কারণেই অধিকাংশ শিশুর পক্ষেই শিক্ষা লাভ সম্ভব হয় না। একই কারণে শৈশব ও কৈশোরেই অগণিত হতভাগ্য লোককে জীবন-জীবিকার পথ বেছে নিতে হয়, বেঁচে থাকার উপকরণ সংগ্রহ করতে হয় শ্রমের বিনিময়ে। যারা দুঃস্থ যাদের কোনো উপায় ও অবলম্বন নেই, তারা শিক্ষা লাভের কথা ভাবতেও পারে না। বস্তুত, অর্থনৈতিক সঙ্গতির অভাব, সুযোগ সুবিধার সীমাবদ্ধতা এবং অন্যান্য অনেক বাস্তব কারণেই, আমাদের দেশে অধিকাংশ শিশু—বিশেষ করে যারা দুঃস্থ ও অসহায় তারা শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত থেকে যায়।

শিক্ষার আলো তাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারলে, দেশের সব শিশুকে শিক্ষিত করে তোলা গেলে, ভবিষ্যতের উন্নয়নের সম্ভাবনাই উজ্জ্বলতর হতে পারে। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে যেমন, দুঃস্থ ও বঞ্চিত শিশুদের নিজেদের স্বার্থেও তাদের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়া দরকার। গরীব দুঃস্থ ও বঞ্চিত শিশুদের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে পারলে তাদের দারিদ্র দূর করা এবং দুঃস্থ অবস্থার অবসান ঘটানোর পক্ষেই হবে সহায়ক। কেননা, এসব হতভাগ্য শিশুর মধ্যেও রয়েছে মেধা ও প্রতিভা এবং সহজাত ও অন্তর্নিহিত গুণাবলী। তাদের মেধা ও প্রতিভা এবং অন্তর্নিহিত গুণাবলীর সুবিকাশ ঘটানো আর যোগ্য নাগরিকরূপে গড়ে তোলার জন্যেই দরকার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দান। এটা সম্ভব হলে ভবিষ্যতের এই নাগরিকরা শুধু নিজের ভাগ্যোন্নয়নেই নয় জাতির অগ্রগতিতেও অবদান রাখতে সক্ষম হবে। গরীব, দুঃস্থ ও বঞ্চিত শিশুরা কেবল দুর্ভাগ্যের শিকারই নয়, তারা অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য মানবিক সমস্যারও উৎস। এসব সমস্যা সমাধানের জন্যেও তাদের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়া দরকার।

শিক্ষামন্ত্রী যথার্থ বলেছেন যে দেশের গরীব, দুঃস্থ ও বঞ্চিত শিশুদের জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত না করলে এবং তাদের আত্মমর্যাদা লাভের সুযোগ না দিতে পারলে জাতির সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব হবে না। দারিদ্র প্রপীড়িত ও জনবহুল আমাদের দেশে গরীব, দুঃস্থ ও বঞ্চিত শিশুদের সংখ্যা যেমন বিপুল, তেমনি তাদের সম্ভাবনাও বিপুল। এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্যও দরকার জনসংখ্যার বিরাট অংশ দেশের গরীব, দুঃস্থ ও বঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেয়া। শিক্ষা মানুষকে জীবন-যুদ্ধের সৈনিকরূপে গড়ে তোলে, আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন এবং আত্মনির্ভরশীল হতে শেখায়। সুতরাং দেশের গরীব, দুঃস্থ ও বঞ্চিত শিশুদের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে পারলে তাদের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটবে। আত্মমর্যাদাশীল ও আত্মনির্ভর জাতি গঠনেও তারা হবে সহায়ক।

শিশুদের শিক্ষা দেয়া, ভবিষ্যতের সম্ভাবনাময় ও যোগ্য নাগরিকরূপে তাদের গড়ে তোলা, শিক্ষিত ও উন্নত জাতিগঠন যেমন সরকারের, তেমনি দেশবাসীরও দায়িত্ব। শিক্ষিত ও বিত্তশালী সমাজের দায়িত্ব এ-ব্যাপারে খুবই বেশি। আমাদের মতো জনবহুল ও দরিদ্র দেশে বিত্তবান ও শিক্ষিত সমাজের উদ্যোগ এবং সাহায্য সহযোগিতা ছাড়া সরকারের একক প্রচেষ্টায় সবাইকে শিক্ষিত করে তোলা, দেশের সব গরীব, দুঃস্থ ও বঞ্চিত শিশুদের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়া সত্যি কঠিন। সরকারের প্রচেষ্টার পাশাপাশি বেসরকারী উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা ব্যাপকতর হলে, সমাজের বিত্তবান ও শিক্ষিত অংশ সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে এলে, দেশের গরীব, দুঃস্থ ও বঞ্চিত শিশুদেরও শিক্ষালাভের পথ প্রশস্ততর হতে পারে। এদিকে দৃষ্টি দেয়া, এবং প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ আমাদের নৈতিক, মানবিক ও জাতীয় দায়িত্ব।

—সমীক্ষক